Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-06-2026 17:26 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬১ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

মাছের আড়ালে গরুর মাংস পাচার! উত্তরপ্রদেশে বাজেয়াপ্ত ১.৬৮ কোটির অবৈধ ব্যবসা

ধাক্কা ট্রাম্পের! ইরান যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পাশ কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে, ভোট দিলেন ২ রিপাবলিকানও

কলকাতা পুরসভা বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা! ১৯ জুন অধিবেশনের ডাক 'পুরনো তৃণমূলে'র

লোকসভাতে অভিষেকের নেতৃত্বে অনাস্থা! তৃণমূলে বাড়ছে অস্বস্তি

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ভেঙ্গেছে দল। দলের অন্দরে একসময়ের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বলেই তৃণমূল সূত্রে দাবি। এমনকী, লোকসভায় দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ এখন সময়ের অপেক্ষা বলেও খবর দলীয় সূত্রের। সূত্রের খবর, তৃণমূলের সংসদীয় টিমের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অভিযোগ, একাধিক সাংসদ দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন না। এর মধ্যেই বিধানসভায় ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে বিরোধী দলনেতার আসনে বসেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দায়িত্ব নিয়েই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি।এই আবহে লোকসভায় দল ভাঙার নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। রাজনৈতিক মহলে শোনা

যাচ্ছে, বিদ্রোহী সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় সুখেন্দুশেখর রায়ের অবস্থানও ইতিমধ্যেই বেসুরো বলে চর্চা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না কর্মসূচিতে মাত্র ছয় জন সাংসদের উপস্থিতি এবং অভিষেক বাদে একাধিক সাংসদের অনুপস্থিতিও নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দলীয় সূত্রে আরও দাবি, তথাকথিত সেলিব্রিটি সাংসদদের একাংশও ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন দলের থেকে। ইতিমধ্যেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলী ঘোষ দস্তিদারের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে অন্য সাংসদরাও কি সুর মেলাবেন?এদিকে, দিল্লির রাজনীতিতেও নতুন সমীকরণের আভাস। সূত্রের খবর, সংসদে তৃণমূলের ভাঙন আরও স্পষ্ট করতে ডিলিমিটেশন বিল নতুনভাবে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, জেপিসির বিবেচনাধীন 'এক দেশ, এক নির্বাচন' সংক্রান্ত বিল দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যায়, তা নিয়েই বাড়ছে জল্পনা। অন্যদিকে, বিধানসভায় দলীয় ভাঙন, প্রতীক ও লোগোর অধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ শিবির। সূত্রের খবর, স্পিকারের ভূমিকা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতিও চলছে।

আগামী ৮ তারিখ দিল্লিতে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে যোগ দেবেন তৃণমূল নেত্রী। সেই সফরেই শীর্ষ আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে বলে সূত্রের দাবি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও এনসিপির প্রতীক ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত মামলার নজির এই সংঘাতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

রণক্ষেত্র টলিপাড়া

নয়া জামানা ঃ টলিপাড়ার দীর্ঘদিনের চেনা সাংগঠনিক সমীকরণ বদলে যাবে, বুধবার ঘোষণা করেন পাপিয়া অধিকারী। তারপরই বৃহস্পতিবার চরম উত্তেজনা ছড়াল টালিগঞ্জে। পুরনো ফেডারেশন ভেঙে নতুন কনফেডারেশন গড়ার ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রণক্ষেত্রের রূপ নিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও চত্বর। কাজ পাওয়া ও পদ ধরে রাখাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বিবাদ, ইটবৃষ্টি এবং ডিম ছোড়াছুড়ির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ।

হাজিরা দিলেই গ্রেপ্তারির আশঙ্কা

নয়া জামানা ঃ মেসি কাণ্ডে হাজিরা এড়াতে মরিয়া রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস! বিধাননগর দক্ষিণ থানা থেকে তলব করা হতেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। পুলিশ সূত্রের খবর, হাজিরা দেওয়ার জন্য দু'সপ্তাহের সময় চেয়ে নিয়েছেন অরূপ। তাতে আবার ক্ষুব্ধ মেসির ইভেন্টের আয়োজক শতদ্রু দত্ত।

মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়া জামানা ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আবারও এফআইআর দায়ের। উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার জন্য শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গত ২ জুন রানি রাসমণি রোডের সভা থেকে বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জড়িয়ে উস্কানিমূলক কথা। আর তারপরই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক মহলের একাংশ। পদ থেকে সরতেই কীভাবে দেশের অন্দরের তথ্য ফাঁস কীভাবে করলেন উঠছে প্রশ্ন।

পঞ্চায়েত কর্মীর বদলি জুনে, শূন্য পদ পূরণে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু, বার্তা দিলীপের

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি রোধে রাজ্য জুড়ে বড়সড় পদক্ষেপ নিল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকা পঞ্চায়েত কর্মীদের একাংশকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘ সময় এক জায়গায় দায়িত্ব পালন করলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই কারণেই রুটিন বদলি ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব পঞ্চায়েত কর্মী টানা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে একই জায়গায় কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত বদলি করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নির্দেশ জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবার

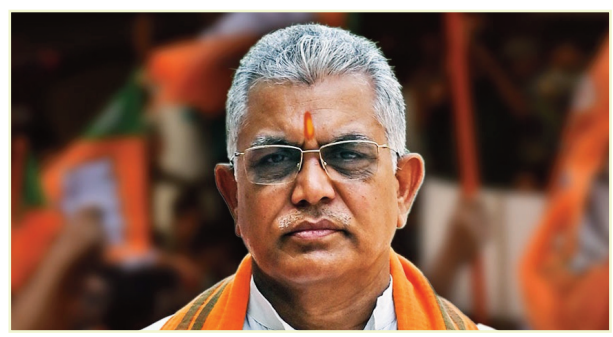

মৃত্তিকা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন একই জায়গায় কাজ করার ফলে কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই পরিস্থিতি এড়াতেই রোটেশন নীতি কার্যকর করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১,১০০ জন পঞ্চায়েত কর্মী রয়েছেন, যাঁরা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে একই কর্মস্থলে রয়েছেন। চলতি জুন মাসের মধ্যেই তাঁদের বদলির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।এদিন আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত অডিট ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করেন মন্ত্রী। তিনি স্বীকার করেন, এতদিন অডিট প্রক্রিয়া অনিয়মিত ছিল। এখন থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অডিট করা হবে, যাতে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং আর্থিক অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় শূন্যপদ ও নিয়োগ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মোট ১১,১৫৪টি পদ শূন্য রয়েছে।

এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯,৯৩৬টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬৬০টি এবং জেলা ও মহকুমা স্তরে ৫৫৮টি পদ ফাঁকা রয়েছে।মন্ত্রী আরও জানান, এর আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৬,৫৩৬টি শূন্য পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হলেও এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তবে সমস্ত নিয়োগ স্বচ্ছতা বজায় রেখে এবং নিয়ম মেনেই সম্পন্ন করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-06-2026 17:26 Page 2

দেওয়ালে আটকানো কলার দাম লাখ টাকা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ টাটকা ফলে কি পচন ধরবে না? রেসিন অথবা অন্য কোনও রকমের প্রিজারভেটিভ-ও ব্যবহার করা হয়নি তার সংরক্ষণে। পচন ধরাই স্বাভাবিক, তাই প্রতি তিন দিন অন্তর মিউজিয়ামের কর্মীরা কলাটি বদলে দেন।সাদা দেওয়ালের গায়ে চওড়া ধূসর ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকানো একটিমাত্র উজ্জ্বল হলুদ কলা! হাস্যকর? প্রথম দর্শনে লাগতেই পারে। তবে আদতে তার দাম লক্ষ টাকা! আর এই মহামূল্যবাণ সৃষ্টিই দিনেদুপুরে ছিনতাই হয়ে গেল সম্প্রতি।খোলসা করে বলা যাক। পূর্ব ফ্রান্সের পম্পিডো-মেটজ মিউজিয়ামে রয়েছে একটি বিশেষ আর্টওয়ার্ক, যার নাম 'কমেডিয়ান'। স্রষ্টা ইতালীয় ভিস্যুয়াল আর্টিস্ট মরিজিও ক্যাটেলান। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর টেপ দিয়ে আটকানো এই কলা কিন্তু মাটি-পাথরের তৈরি নয়। একেবারেই বাজার থেকে কেনা টাটকা কলা, যা চাইলেই কেউ খেতে পারেন! শিল্পকর্ম কি খাদ্যযোগ্য হওয়া উচিত? এ নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয়েছিল এককালে।তবে তাতে শিল্পের দর কিছু কমেনি। মরিজিও ক্যাটেলানের 'কমেডিয়ান' ঠাঁই পেয়েছে জাদুঘরে। কিন্তু টাটকা ফলে কি পচন ধরবে না? রেসিন অথবা অন্য কোনও রকমের প্রিজারভেটিভও ব্যবহার করা হয়নি সংরক্ষণে। পচন ধরাই স্বাভাবিক, তাই প্রতি তিনদিন অন্তর মিউজিয়ামের কর্মীরা কলাটি বদলে দেন। বাসি কলার বদলে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে ডাক্ট টেপে আটকানো হয় নতুন তাজা কলা।কিন্তু বিপদ বাধল মে মাসের শেষ শনিবারে। এক নিরাপত্তিরক্ষী ঘুরতে ফিরতে দেখতে পেলেন, দেওয়ালের মাঝে কলাটি গায়েব! তাজা কলা আটকানোর পর তিন দিন কাটেনি তখনও, অর্থাৎ এ কাজ সোজাসাপ্টা শিল্পচুরির! এমনটা যদিও প্রথম নয়। গত বছর জুলাই মাসে ঘটে গিয়েছিল আরও বড় কাণ্ড। মিউজিয়াম ঘুরতে এসে এক ব্যক্তি আচমকা হাত বাড়িয়ে কলাখানা খুলে নেয় দেওয়াল থেকে। নির্বিকারচিত্তে খোসা ছাড়িয়ে সোজা চালান করে মুখে! তড়িঘড়ি ছুটে আসে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য জানতে চাইলে শিল্পী ক্যাটেলান ব্যথিত স্বরে জানান, কলার সঙ্গে আটকানো টেপটিও খাওয়া হয়ে গেলে বুঝি বেশি শান্তি পেতেন! এর আগে ২০১৯ সালে 'কমেডিয়ান' পেটে যায় মায়ামি সমুদ্রসৈকতের এক পারফর্মেন্স আর্টিস্টের। ২০২৪ সালে এক ক্রিপ্টো-ফাউন্ডার ৫২ লক্ষ টাকায় 'কমেডিয়ান'-এর একটি সংস্করণ কেনেন, তারপর দিনকয়েকের মাথাতেই তা খেয়ে ফেলেন ক্যামেরার সামনে! এতে যদিও কমার বদলে চড়চড় করে বাড়তেই থাকে শিল্পকর্মটির দাম।সমঝদারেরা যদিও বলছেন, এবারের ঘটনা আলাদা। খাওয়া নয়, বরং চুরি গিয়েছে কলা! শিল্পী-সহ সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল এতে যারপরনাই মনক্ষুণ্ণ। কী করা যায় এমতাবস্থায়? আপাতত অপরাধীর বিরুদ্ধে চুরির ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। তবে যাদুঘরের সাদা দেওয়াল কি আর শূন্য রাখা যায়? আবারও তার জায়গা নিয়েছে টাটকা এক কলা!

বিশ্বের বৃহত্তম 'ফ্যান্সি ভিভিড ব্লু-গ্রিন' হিরে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিশ্বজুড়ে বিলাসবহুল গয়নার জগতে এখন একটাই নাম, 'ওশন ড্রিম'। নীল-সবুজ রঙের এই বিরল হিরেটি শুধু তার সৌন্দর্যের জন্য নয়, আকাশছোঁয়া দামের কারণেও চর্চায়। জেনেভায় ক্রিস্টিজের 'ম্যাগনিফিসেন্ট জুয়েলস' নিলামে ওঠা এই হিরের সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়েছিল প্রায় ৮৫ কোটি থেকে ১২২ কোটি টাকার মধ্যে। পরে সেটি প্রায় ১৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, অর্থাৎ ১৪০ কোটিরও বেশি টাকায় বিক্রি হয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে।'ওশন ড্রিম' বিশ্বের বৃহত্তম 'ফ্যান্সি ভিভিড ব্লু-গ্রিন' হিরে হিসেবে পরিচিত। ৫.৫০ ক্যারেটের এই হিরেটি মধ্য আফ্রিকায় ১৯৯০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর গভীরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাবে এর অনন্য নীল-সবুজ আভা তৈরি হয়েছে। এই রঙের হিরে অত্যন্ত বিরল হওয়ায় সংগ্রাহকদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।হিরেটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে এর ত্রিভুজাকার কাট এবং আধুনিক রিং ডিজাইন। চারপাশে সাদা হিরের কারুকাজ এমনভাবে বসানো হয়েছে যে মূল পাথরটি আঙুলের উপরে ভাসছে বলে মনে হয়। ২০০৩ সালে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হওয়ার পর থেকেই এটি বিশ্বজুড়ে আলোচনায় ছিল।বিশেষজ্ঞদের মতে, রঙিন হিরের চাহিদা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ধনী সংগ্রাহকরা এখন এগুলিকে শুধু অলঙ্কার নয়, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবেও দেখছেন। আর সেই কারণেই 'ওশন ড্রিম' আজ শুধুমাত্র একটি হিরে নয়, বিলাসিতা এবং সংগ্রাহকদের স্বপ্ন।

সাধারণ নখই এখন ফ্যাশন ট্রেন্ড !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এতদিন সুন্দর নখ বলতে বোঝানো হত রঙিন নেইলপলিশ, জেল ম্যানিকিউর, কৃত্রিম নখ বা নানা ধরনের নেল আর্ট। কিন্তু এখন সেই ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন একটি ট্রেন্ড নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। যা হল 'বেয়ার নেলস' বা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, সাজহীন নখ।বর্তমানে অনেক ফ্যাশনপ্রেমী এবং ইনফ্লুয়েন্সার দাবি করেন, নখে কোনও রং না লাগানো, কোনও নেল আর্ট না করা এবং নখকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা নাকি নতুন ধরনের আভিজাত্যের পরিচয়। এই প্রবণতাকে বলা হচ্ছে 'কোয়ায়েট লাক্সারি' বা নীরব বিলাসিতা। বেয়ার নেলস বলতে বোঝায় পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক নখ। এতে কোনও উজ্জ্বল রং, পাথর, গ্লিটার বা জটিল ডিজাইন থাকে না। নখ যেমন স্বাভাবিকভাবে দেখতে হয়, ঠিক তেমনভাবেই রাখা হয়। অনেকের মতে, এই ধরনের লুক দেখায় মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং আত্মবিশ্বাসী।ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ অতিরিক্ত সাজসজ্জার বদলে সরলতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। পোশাক, মেকআপ, গয়না- সব ক্ষেত্রেই এখন 'কমই বেশি' ধারণাটি জনপ্রিয় হচ্ছে। তারই প্রভাব দেখা যাচ্ছে নখের সাজেও।তবে এই ট্রেন্ড নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সাধারণ নখ রাখা আবার কীভাবে ফ্যাশন হতে পারে? সমালোচকদের মতে, সামাজিক মাধ্যমে প্রায় সবকিছুকেই নতুন ট্রেন্ড বা স্ট্যাটাস সিম্বলে পরিণত করা হচ্ছে। আগে দামি ম্যানিকিউরকে আভিজাত্যের প্রতীক বলা হত, আর এখন ঠিক তার উল্টো জিনিসকেই বিলাসিতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।অনেক সমাজ বিশ্লেষকের মতে, সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের সংজ্ঞা সবসময় এক থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে যায়।

প্যান্টে উড়ে বসল রানি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ 'মিডিসারাসু' নামের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বলা হয়েছে, গ্যারেজে যাচ্ছিলেন তরুণ। তখনই ভয়ংকর আজব কাণ্ড ঘটে। একটি রানি মৌমাছি উড়ে এসে তাঁর প্যান্টের উপর বসে। এর পরেই হাজার হাজার কর্মী মৌমাছি তাঁকে ঘিরে ধরে।এমন কাণ্ড কস্মিনকালে কেউ শোনেনি। মানুষের পশ্চাৎদেশে মৌমাছির ঝাঁক উড়ে বসল! যে ছবি সামনে এসেছে, তা একপ্রকার বাসা বাঁধার মতো! এমন বিপজ্জনক কাণ্ডের পর জীবিত রইলেন ওই ব্যক্তি? ঠিক কী ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে? সোশাল মিডিয়া এক্স -এ ভাইরাল হয়েছে একটি পোস্ট। সেখানেই দেখা গিয়েছে, এক তরুণের পশ্চাৎদেশে মৌমাছির ঝাঁকের ছবি। এই পোস্টের সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।'মিডিসারাসু' নামের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বলা হয়েছে, গ্যারেজে যাচ্ছিলেন তরুণ। তখনই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে। একটি রানি মৌমাছি উড়ে এসে তাঁর প্যান্টের উপর বসে। এর পরেই হাজার হাজার কর্মী মৌমাছি তাঁকে ঘিরে ধরে। চোখের নিমেষে তরুণের পশ্চাৎদেশে মৌমাছির 'চাক' তৈরি হয়ে যায়। এই অবস্থায় সামান্য নড়চড়া করলেই বিপদ হত পারত। সাহস এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে প্রায় ৩০ মিনিট নিশ্চল ছিলেন ওই তরুণ।

পোস্টের দাবি, এর ফলে একটি মৌমাছিও আক্রমণ করে বিষাক্ত হুল ফোটায়নি। এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জানানো হয়েছে, রানি মৌমাছিটিকে একটি অন্য পাত্রে ঢোকানোর পর দুর্ভোগের অবসান ঘটেছিল। এর পরই মৌমাছির ঝাঁকটিও অন্যত্র উড়ান দেয়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তরুণও। যদিও প্রশ্ন উঠছে, একজন মানুষ ৩০ মিনিট, অর্থাৎ আধ ঘণ্টা স্থির হয়ে থাকলেন কীভাবে! অনেক নেটিজেনই অবশ্য, এই মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা করছেন। অধিকাংশই বলছেন, এমন ঘটনার কথা কস্মিনকালেও শুনানি।

একটা আম ৩ লক্ষ টাকা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ একটি আমের জন্য কৃষক পাহারার ব্যবস্থা করেছেন, রয়েছে সিসিটিভি, তবু রাতে ঘুম নেই কৃষকের। কী এমন আছে এই আমে? বাঙালির হেঁশেলে হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলির পাশে এবার নতুন এক নাম যোগ হয়েছে, 'মিয়াজাকি'। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি আম।এক জোড়া আমের দাম ছুঁয়ে যায় ৩-৪ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি ওড়িশার এক চাষি এই মূল্যবান আমকে চুরির হাত থেকে বাঁচাতে যা করেছেন, তা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেউ কেউ মজা করেই বলছেন ; এ আম নয়, যেন গৃহবন্দি রত্ন! মিয়াজাকি আমের জাপানি নাম 'তাইয়ো নো তামাগো' ; অর্থাৎ 'সূর্যের ডিম'। পাকা অবস্থায় এই আমের গায়ে ফুটে ওঠে গাঢ় লাল-বেগুনি রঙ; ভিতরের কমলা শাঁস তন্তুহীন, মধুর মতো মিষ্টি, মাখনের মতো মসৃণ। চিনির পরিমাণ অন্তত ১৫ ব্রিক্স, ওজনে ৩৫০ গ্রামের বেশি ; তবেই মেলে 'তাইয়ো নো তামাগো' খেতাব। প্রতিটি আম বেড়ে ওঠে ছোট ছোট সাদা জালের মধ্যে, যাতে রোদ সমান পড়ে আর মাটিতে পড়ে আঘাত না লাগে। জাপানের নিলামে কোনও কোনও বছর এক জোড়া আম বিক্রি হয়েছে ৩০ লক্ষ ইয়েন-এও।দেশের নানা প্রান্তে কয়েকজন উদ্যোগী চাষি এই আমের চারা এনে রোপণ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের সঙ্কল্প ও রাণি পরিহার ১৫০টি গাছ লাগিয়েছেন; পাহারায় ন'টি কুকুর ও তিনজন প্রহরী। তেলেঙ্গানার সুমনবাঈ গায়কওয়াড় ফিলিপিন্স থেকে চারা এনে ফল ফলিয়েছেন। সম্প্রতি সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন ওড়িশার এক চাষিও। ওড়িশার ওই চাষির অভিযোগ ; গাছের চারপাশে ঘিরে রেখেছেন নিরাপত্তাকর্মী, কুকুর, এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরাও। রাতে নিজেও পাহারায় বসেন। তবু ঘুম আসে না। কারণ একটি আম গেলেই লাখ-লাখ টাকার ক্ষতি। চাষের বেশির ভাগ লাভই হয়তো এসে পৌঁছবে পাহারার খরচ মেটাতে, এই আশঙ্কাও কম নয়।বীরভূমের রাজনগর থানার কানমোড়া গ্রামের কৃষক মান্নান খান কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আনা চারা থেকে মিয়াজাকি আম ফলিয়েছিলেন। দু'শো-রও বেশি আম ধরা সেই গাছকে চোরের নজর থেকে বাঁচাতে স্থানীয় থানার সাহায্যও চেয়েছিলেন তিনি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-06-2026 17:26 Page 3

সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা,আটক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও তৃণমূল নেতা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ঙ্গায়। অভিযোগের তিরে রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা এক সিভিক ভলেন্টিয়ার শহিদুল মিয়া। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন পরিবারের কাছ থেকে সরকারি আবাসনের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার আশায় বহু মানুষ তার কাছে টাকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পরও অনেক উপভোক্তার নাম সরকারি তালিকায় ওঠেনি। এরপরই প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ তুলে একজোট হন এলাকার বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন ধরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন স্থানীয় মানুষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, বাসিন্দারা তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকের টাকা ফেরত দিতে হবে এবং গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকেই শহিদুল মিয়াকে আর প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল না। গত দুদিন ধরে তিনি কার্যত গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। তার মোবাইল ফোনও অধিকাংশ সময় বন্ধ ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। অবশেষে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান চালায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, অভিযুক্তকে তার নিজের বাড়ির খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্তকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় বহু মানুষ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার হুমায়ুন কবীরের

নয়া জামানা ঃ আমজনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র নেতা তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ই-মেলের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁর নিরাপত্তায় নিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব থেকে সরে যান।এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পুনর্বহালের দাবিতে তিনি বৃহস্পতিবার ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তাঁর প্রশ্ন, অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা বহাল থাকলেও কেন তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হল।উল্লেখ্য, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পর নিরাপত্তার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। আদালতের নির্দেশের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে তাঁকে ওয়াই-প্লাস নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ১৩ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য, যার মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ১১ জন কনস্টেবল ছিলেন। নির্বাচনের সময় সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হয়েছিল। হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পাশাপাশি তাঁকে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এদিকে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহারের ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে হুমায়ুন কবীর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, তাঁকে অন্যায়ভাবে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল বলেই তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পথে হাঁটেন।তবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিতর্ক,প্রিন্সিপালের কাছে এবিভিপির ডেপুটেশন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিতর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে
বৃহস্পতিবার কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানায় সংগঠনটি।এদিন এবিভিপির রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ অনন্ত বারুই অভিযোগ করেন, কলেজের পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরেই নানা অনিয়ম ও বিতর্কের আবর্তে রয়েছে।তাঁর দাবি,সাম্প্রতিক ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের পাশাপাশি কলেজে সোশ্যাল অ্যাডমিশন ও ইউনিয়ন ফি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগগুলিও গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা প্রয়োজন।অনন্ত বারুই বলেন,কলেজে দুর্নীতির অভিযোগ এবং বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। তিনি দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবিও জানান।এবিভিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে।অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে পারে সংগঠনটি।

মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পেয়ে উত্তরবঙ্গে ফিরলেন আনন্দময় বর্মন, এনজেপিতে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ নিজের রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে উত্তরবঙ্গে ফিরলেন আনন্দময় বর্মন। বৃহস্পতিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাতেই তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।সকাল থেকেই এনজেপি স্টেশন চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। হাতে দলীয় পতাকা, ফুলের তোড়া ও মালা নিয়ে তাঁরা নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন থেকে নামতেই ভারত মাতা কি জয় সহ বিভিন্ন দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ফুলের মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে আনন্দময় বর্মনকে সংবর্ধনা জানানো হয়।স্টেশন থেকে তাঁকে একটি খোলা জিপে করে বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় জিপের সামনে ও পিছনে মোটরবাইক ও গাড়ির দীর্ঘ শোভাযাত্রা দেখা যায়। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ নতুন প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দময় বর্মন বলেন,এতদিন বিধায়ক হিসেবে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করেছি। মানুষের সমস্যা, উন্নয়নের দাবি ও এলাকার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় কাজ করার চেষ্টা করেছি। এবার দল ও সরকার আমাকে আরও বড় দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করাই আমার লক্ষ্য।কর্মী-সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন,আজ যেভাবে সবাই আমাকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাতে আমি সত্যিই আপ্লুত। মানুষের এই আস্থা ও বিশ্বাস ধরে রাখতে আমি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গেও আশাবাদী আনন্দময় বর্মন। তাঁর মতে, নতুন সরকার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারের পরিষেবাগুলি দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালনের আশ্বাস দেন।রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন তিনি। আনন্দময় বর্মনের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস আগের অবস্থানে নেই। দল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং মানুষের সমর্থনও হারাচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, মাটিগাড়া- নকশালবাড়ি কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আনন্দময় বর্মন। এবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় তাঁর অনুগামী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ- উদ্দীপনা তুঙ্গে। তাঁদের বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি অঞ্চলের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে এবং দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি পূরণে সহায়ক হবে।বৃহস্পতিবার এনজেপি স্টেশন থেকে শুরু করে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যে উচ্ছ্বাস, জনসমাগম এবং সংবর্ধনার ছবি দেখা গেল, তা স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছে কর্মী-সমর্থকদের প্রত্যাশা ও তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা। এখন নতুন দায়িত্বে তিনি কতটা সফলভাবে কাজ করতে পারেন এবং উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

গণতান্ত্রিক চেতনার স্বীকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে অভিনন্দন জানাল এবিভিপি

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা,কলকাতা ঃ নয়া সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরেই ভুবনেশ্বরে এবিভিপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক গঠিত হয়। বাংলার জনমতকে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অভিনন্দন জানান এবিভিপির রাজ্য সভাপতি ডঃ নীলকান্ত ভট্টাচার্য।অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য মাননীয় শুভব্রত অধিকারী, রাজ্য সম্পাদক মাননীয় ডাঃ নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং প্রদেশ মিডিয়া সংযোজক অনন্ত বারুই।এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যসমিতি সদস্য মাননীয় শুভব্রত অধিকারী বলেন, এই প্রস্তাবগুলি বর্তমান জাতীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ছাত্রসমাজ ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকের পূর্বে ২৭ মে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির বৈঠকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনমানসকে অভিনন্দন শীর্ষক একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ।সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক মাননীয় ডাঃ নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বারবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-06-2026 17:26 Page 4

নয়া জামানা
৪ জুন ২০২৬

সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে হুগলি জেলার ইলছোবার ইতিহাস

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে বহু জনপদ। সেখানকার ইতিহাস, প্রাকৃতিক শোভা, উর্বরতা, শিল্পকলা, ভাস্কর্যের প্রতি আমরা সেভাবে দৃষ্টি দিই না। সেখান থেকে উঠে আসে অতীতের বহু উপাদান। হুগলি জেলার ইলছোবা গ্রাম তেমনই এক প্রাচীন জনপদ। জায়গাটি ইতিহাসের গতিপথে স্বতন্ত্র এক স্থান করে নিয়েছে। এককালে গণ্ডগ্রাম ছিল। আজ আধুনিকতার প্রসার যথেষ্ট। তবে সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে ইলছোবার ইতিহাস।বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম রামগতি ন্যায়রত্ন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বহরমপুর ছিলেন সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস নিয়ে বই রচনা করেন। ইলছোবা গ্রামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্মস্থান। আজকাল বাঙালি প্রজন্ম ভুলতে বসেছে এই সকল পথপ্রদর্শকদের কথা। রামগতি ন্যায়রত্ন ছিলেন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র ও অধ্যাপক। চিরস্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খুবই প্রিয় ছাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয় ইলছোবা মণ্ডলাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাসাগর ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংযোগ প্রাণ পেয়েছে এই ইলছোবা গ্রামে।ইলছোবায় প্রত্নবিলাসী মনে খুঁজে বেড়ালে মিলবে বাংলার একাধিক মন্দির স্থাপত্য। পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় প্রত্নবশেষ। ইঁটের তৈরি ছোটো-বড়ো নানা রীতির স্থাপত্য। গ্রামে জমিদার হিরণ্য বংশ ও দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো মন্দির বর্তমান।

ইলছোবায় প্রত্নবিলাসী মনে খুঁজে বেড়ালে মিলবে বাংলার একাধিক মন্দির স্থাপত্য। পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় প্রত্নবশেষ। ইঁটের তৈরি ছোটো-বড়ো নানা রীতির স্থাপত্য। গ্রামে জমিদার হিরণ্য বংশ ও দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো মন্দির বর্তমান। মধ্যপাড়ায় অবহেলিত অবস্থাতে চারচালার মন্দিরটিও বহু পুরোনো। প্রতিষ্ঠাফলক চোখে পড়ে না। টেরাকোটা শিল্পের অলংকারে ষাঁড়ের পিঠে বসে শিব ও নন্দীর দৃশ্য সামনের অংশে মাঝের খিলানের ওপর দেখা যায়। জমিদার রামলোচন দাসের প্রতিষ্ঠিত জোড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। অপূর্ব টেরাকোটার নকশা সারা দেওয়াল জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে। জোড়া মন্দির স্থাপত্যে খিলানের ওপর ও প্যানেলে ফুল, লতাপাতা, চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, রাসমন্দল, শৈব যোগী, দুর্গা, নৌযান, বন্দুকধারী সাহেব ইত্যাদি দৃশ্য বিশেষ করে লক্ষণীয়।

দাস বংশের আর এক আটচালার মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশায়।গ্রামের হিরণ্য বংশ অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু স্থাপত্য আছে। তার মধ্যে আটচালার মন্দির বেশ কয়েকটি বর্তমান। সবথেকে জনপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের বারোচালার শিব মন্দিরটি। বাংলায় বারোচালার স্থাপত্য অপেক্ষাকৃত কম। চারটি চালা বা ঘরের মতো কাঠামোর ওপর চারটি চালা নিয়ে হয় আটচালা। আটটি চালার ওপর আরও চারটি চালা নিয়ে বারোচালা স্থাপত্য শৈলী গঠন হয়। বারোচালার মন্দিরটি সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। শিখরে ধাপে ধাপে বারোটি চালা উঠেছে। মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ চিত্রায়িত হয়েছে। ইলছোবার বারোচালার স্থাপত্যটি প্রাচীন নিদর্শন। গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়দের মন্দিরগুলো দেখতে এসেছিলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্থাপত্যের অনেক ছবি তুলেছিলেন। গবেষণার কাজে রমেশচন্দ্র মজুমদার পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ইলছোবায় দাস বংশের জোড়া বিষ্ণুমন্দিরের একটিতে আছে কষ্টি পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির বয়স বহু প্রাচীন। বিষ্ণু মধ্য স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বামদিক, ডানদিক, ওপর ও নিচে অন্য দেবদেবী, বাহন, রক্ষক ইত্যাদি আছেন। বিষ্ণুর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বাংলা থেকে যে সকল মূর্তি উদ্ধার হয়েছে তার বেশিরভাগের মধ্যে এই লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। বিষ্ণু মূর্তিটি পাদপীঠের ওপর দাঁড়িয়ে। দাস বংশ মূর্তিটির নিত্য পুজো করেন। এটি সম্ভবত মধ্যযুগের সময়কার। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, এইরকম বিষ্ণু মূর্তিকে স্থানক বলা হয়। অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি। বাংলাদেশে স্থানকমূর্তি সবচেয়ে বেশি উদ্ধার হয়েছে। বেশিরভাগ অঞ্চলে স্থানকমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কলকাতার একাধিক সংগ্রহশালাতে এই ধরনের মূর্তি আছে। মন্দির স্থাপত্য অলংকরণ শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য নয়, যার চিত্রায়ন মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। ব্রজলীলার অনুকরণে বাংলায় বৈষ্ণব ভাবধারায় রাস উৎসব উদযাপনের সূচনা হয়েছিল। হুগলি ও নদিয়ার রাস উৎসব খুবই জনপ্রিয়। শারদোৎসবের এক মাস পরেই রাস উৎসব আসে। মূলত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও গোপীরা এইদিন নৃত্যলীলা করেন। রাস পূর্ণিমায় চিরাচরিত উৎসবের চিত্রটি টেরাকোটা অলংকারে মন্দিরের ফলকে দেখা যায়। যাকে 'রাসমণ্ডল' বলে। পঞ্চরত্ন মন্দিরের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি রাসমণ্ডল দেখা যায়। খিলানের উপরের অংশে অবস্থান করছে। জোড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরে এছাড়াও আছে টেরাকোটা অলংকারে কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, পুরাণের চিত্র, বন্দুকধারী সাহেব ইত্যাদি ফলকে অলংকৃত। তবে কিছু কাজ সময়ের সঙ্গে নোনা ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের আগের রূপ হারাচ্ছে। গ্রামে বিরাট এক পুকুরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে 'হাঁস বাড়ি'। সুবিশাল এই ভবনের জৌলুস আজ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। বর্তমানে কয়েকজন সদস্য বাস করেন। নিত্য শ্রীধর নারায়ণ জিউ পুজো হয়। ভেতরে ফাঁকা পড়ে বিরাট ঠাকুরদালান। বিশাল এই ভবনের মাথায় দুটি জোড়া হাঁসের মূর্তি আছে। বলা হয়, বাস্তু শাস্ত্রতে জোড়া হাঁস শুভ প্রতীক। আর ভবনের মাথায় লেখা 'বন্দেমাতরম'। তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগ ছিল হাঁস বাড়ির সঙ্গে।এখানকার আকর্ষণীয় আর একটি জায়গা 'লাট বাংলো'। যা ডা বিহারীলাল ঘোষের বাসভবন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয় এই বাংলো। ডা বিহারীলাল ঘোষ ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক রাজবংশ দ্বারভাঙা রাজ এস্টেটের চিকিৎসক। এখানকার আকর্ষণীয় আর একটি জায়গা 'লাট বাংলো'। যা ডা বিহারীলাল ঘোষের বাসভবন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয় এই বাংলো। ডা বিহারীলাল ঘোষ ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক রাজবংশ দ্বারভাঙা রাজ এস্টেটের চিকিৎসক। তিনি একজন বড়ো মাপের চিকিৎসক ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ডা ঘোষ ইলছোবা মণ্ডলাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই গ্রামের স্কুলেই তিনি প্রথমে নাম লেখান। সেকথা আজো লাট বাংলোর ফলকে উল্লেখিত আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্ন কুমার বসুসর্বাধিকারীর থেকে প্রশংসিত হয়েছিলেন। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে গ্রামে এই লাট বাংলো অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমান সময়ে সে বাসভবন অত্যন্ত বেমেরামতি অবস্থায়। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো স্থাপত্য গ্রামের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার দিকে। সেগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধরনের স্থাপত্যগুলো হারালে বহু অধ্যায় মুছে যাবে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।